মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভা

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার শহরের কাশারি পাড়ায় জেলা প্রেস ক্লাবের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সহসভাপতি নাসের চৌধুরী, কোষাধাক্ষ্য দিলরুবা খাতুন, গণযোগাযোগ সম্পাদক শাহিন আহমেদ, নির্বাহী সদস্য হারুন অর রশিদ রবি, সিরাজুদ্দেজা পাভেল, তোফায়েল হোসেন, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী সদস্য মর্তুজা ফারুক রুপক, সাধারণ সদস্য ইয়াদুল মোমিনসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা।

সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পৌর ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সাংবাদিকদের ভূমিকা কি হবে। কিভাবে সঠিক সংবাদ তুলে ধরতে হবে এবং ক্লাবের মানোউন্নয়নে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

হরিনাকুন্ডুর গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা, ভোগান্তিতে লক্ষাধিক মানুষ

সংস্কারের অভাবে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার অধিকাংশ গ্রামীন পাকারাস্তার অবস্থা এখন বেহাল দশা। এসব রাস্তায় মানুষ থেকে শুরু করে গাড়ী ঘোড়া চলাচলে জনদূর্ভোগ চরম আকার ধারন করেছে।

সমস্ত রাস্তার ছাল চামড়া উঠে খানা গর্তে পরিনিত হওয়াই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর বেহাল দশা থাকলেও সে দিকে কোন দৃষ্টি নেই কর্তৃপক্ষের।

জোড়াদাহের বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বলেন, রাস্তা খারাপ হওয়ায় রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেক সময় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যেতে না পারায় রোগীর মৃত্যু ঘটে।

যানবাহন চালকরা জানান, এইসব রাস্তাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব রাস্তা দিয়ে কৃষিপণ্য নিয়ে চলাচলের সময় নসিমন, করিমন, গরুরগাড়ী, অটো ভ্যানসহ যানবাহন গুলো প্রায়ই উল্টে যায়। আবার কখনো কখনো গাড়ির ঝুরো ভেঙ্গে যাত্রীরা আহত হন।

হরিনাকুন্ডু উপজেলার ঘুরে দেখা গেছে গ্রামীণ জনপদের রাস্তা গুলোর করুন দশা হলেও দেখার কেউ নেই।

জনপ্রতিনিধিদের আশার বাণী থাকলেও কোনো পদক্ষেপ দেখছেন না এলাকাবাসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই এই প্রতিবেদককে বলেন, আমার তাদের নিকট খেতে চাইনি অথচ আমাদের রাস্তাগুলো তো একটু চলাচলের উপযুক্ত করে দেবে।

এ ব্যাপারে হরিনাকুন্ডু থানা ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ রাকিব হাসান এর নিকট মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন হরিনাকুন্ডু থেকে ঝাউদিয়া গামী রাস্তার অনেক আগেই টেন্ডার হয়েছে কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কে বারবার তাগিদ দেওয়ার পরেও রাস্তা শুরু করছে না এবং হরিনাকুন্ডু অন্যান্য রাস্তার কাজ গুলোও চলমান আছে ।

পাঠা বলিতে মেতে উঠেছে হিন্দু সম্প্রদায়

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি পূজা হলো সিদ্ধেশ্বরী পূঁজা। ।হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজারও নারী পুরুষ মেতে উঠেছেন পূঁজা উদযাপনে। শুধু মেহেরপুর নয়, এ সম্প্রদায়ের নানা বয়সী নারী পুরুষ

এসেছেন পার্শ্ববর্তি বিভিন্ন জেলা থেকে।

আজ রবিবার (১৫ মে) মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী বড়বাজার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এ সিদ্ধেশ্বরী পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এটি মূলত মান্নত পূরণের জন্য পাঠা বলির পূঁজা বলে জানালেন গাংনী থেকে আসা শ্রী লালন কুমার দাশ।

মেহেরপুর জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গায়, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা ঝিনাইদহ থেকে এসছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা সাগর মন্ডল, চঞ্চল ও আকাশ জানান, এটি একটি ঐতিহ্যবাহি ধর্মীয় উৎসব এবং উৎসব উপলক্ষে দিনব্যাপি মেলা। মেলায় অনেক ঘুরেছি। ভাল লাগছে এখানে এসে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী গ্রামের ইন্দ্রজিৎ হালদার জানালেন, ছোট মেয়ে সূচনার জন্য মান্নত করেছিলাম। আমার পরিবারের সবাই এসেছি এখানে। পাঠা বলি দিয়েছি। পুরোহিতের কাছে পাঠা দিয়ে পুঁজা সম্পন্ন করে এখন মেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরছি।

গাংনী উপজেলার নিত্যনন্দপুর গ্রাম থেকে আসা পদ্দা হালদার বলেন, আমার ছেলে শ্রী মনজোনের চোখে সমস্যা আছে। তাই তার জন্য মান্নত করেছি। আমরা সন্ধ্যা হালদার ও পদ্দা হালদারের সাথে এসছি।

গাংনী থানার চাঁদপুরের মহল দাস বলেন,করোণার কারণে গত দুই বছর এই সিদ্ধেশরী পূজাঁ বন্ধ ছিল। এবছর জাঁকজমক ভাবেই পূজাঁ ও মেলা হচ্ছে। আমরা পরিবারের সাথে ঘোরাঘুরির আর পূজা দেখার জন্যই এসেছি।

দৌলতপুর থেকে আসা শ্রী স্বাধীন কুমার বলেন, গত দু বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। আগের বছরগুলোতে মেলায় প্রচুর মানুষজন আসতো। এবছর মেলা ও পুজাঁ এক সাথে হলেও আগের মতো মেলার সেই জৌলুস আর নেই।

মেহেরপুর সিদ্ধেশরী কালি মন্দীরের পুরোহিত তপন ব্যনার্জি জানালেন, সিদ্ধেশরী পুজাঁ উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এটা একটি উৎসবও বটে। মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ই নয় এ জেলার আশে পাশের জেলাগুলো থেকে শত শত মানুষ আসেন এ উৎসবে।

বিভিন্ন রোগ ভোগের কারণে ঠাকুরের কাছে মান্নত করেন। তারা

ঠাকুরের উদ্যেশ্যে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন। অন্যান্য বছরে আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকেও অনেক ভক্তগণ আসতেন। করোণার কারনে গত দুই বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। এবছর আবারও শুরু করা হয়েছে।

গাংনীতে সাংবাদিক পিতার ইন্তেকাল

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও এশিয়ান টিভির গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি নুরুজ্জামান পাভেলের পিতা বিচার উদ্দীন মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় শত বর্ষ।

তার নিজ বাড়ি গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামে আজ সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মারা যান তিনি।

সাংবাদিক পাভেল জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। বাড়িতে রেখেই চলছিল তার চিকিৎসা সেবা।

আজ রোববার (১৫ মে) বেলা ২ টার সময় নামাজে জানাযা শেষে বাদিয়াপাড়া গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হবে। এদিকে সাংবাদিক পাভেলের পিতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন গাংনী উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন কেউ আসছেন, না

কী পুরোনোরাই থাকছেন ?

দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল সভাপতি ও এম এ খালেক সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। আগামীকাল সোমবার (১৬ মে) দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হবে মেহেরপুর জেলা আওয়মীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল। এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। ইতোমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্মেলন শেষ হয়েছে। জেলা সম্মেলনকে ঘিরে একদিকে মেহেরপুর জেলায় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নেতৃত্বের সমর্থনে ব্যানার-ফেস্টুন, বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে শহর জুড়ে। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পদ পদবীর সমর্থনে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। বিভিন্ন নেতার অনুসারীরাও নিজ নিজ নেতার সমর্থনে ফেসবুকে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। গোটা জেলার নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। দলীয় প্রার্থী ছাড়াও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা গভীর আগ্রহে সম্মেলনকে নজরদারী করছেন। সম্মেলনে বর্তমান সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হিসেবে একাধিক নেতার নাম শোনা যাচ্ছে। এবারের সম্মেলনে কে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হবেন এ নিয়ে তৃণমূল থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ চৌধুরী।
এছাড়া উপস্থিত থাকবেন প্রেসিডিয়াম সদস্য বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি, আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, পারভীন সুলতানা ঝর্ণা এমপি, কল্পনা এমপিসহ সহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।
কাউন্সিলে ভার্স্যুয়ালে যুক্ত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
বর্তমান জেলা কমিটির নেতারা বলেছেন, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা থাকলেও কোনো গ্রপিং নেই। ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি উপহার দিতে চান। এজন্য সম্মেলনকে ঘীরে নানা

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্বল্পতা ছিল।

মেহেরপুর জেলা শহরের দোকানগুলোর দু-একটি ছাড়া অন্য দোকানগুলোতে ছিল না সয়াবিন তেল। সরবরাহ আর গুদামে সয়াবিন তেলের সংকটের কারণে বাজারে এ স্বল্পতা বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অভিযান না চলায় প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন সাধারণ নাগরিকরা।

মেহেরপুর বড়বাজার এলাকার মের্সাস মোখলেছুর এন্ড ব্রাদার্স এর স্বত্বাধিকারী মোখলেছুর জামান শাহিন বলেন, আমরা বোতল জাত তেল পাচ্ছিনা। কয়েক দিন আগে আমি মাত্র ৬ কার্টুন তেল পেয়েছিলাম। সেখানে সরকারী রেট দেওয়া আছে ৭৬০ টাকা। আমি কিভাবে বিক্রি করবো। ওই তেল বোতল ভেঙ্গে লুজ করে বিক্রি করলে আমি এক হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবো। তবে তিনি বলেন, শুনেছি তেলের দাম নির্ধারণ করেছেন সরকার। ৫ লিটার তেলের দাম নির্ধারণ করেছে ৯৮০ টাকা। আগের দিনের ৫ লিটার সয়াবিন তেলের ৭৬০ টাকা দাম থাকায় বাজারে তেলের সংকট তেরী হয়ে আছে।তিনি বলেছেন, কেউ যদি ৯৮০ টাকায় ৫ লিটারের সয়াবিন তেলের বোতল কিনতে চাইলে পাবেন।

ভেক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা অফিসের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেছেন, আমার অধিদপ্দরের লোকবল কম। আমরা জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ধার নিয়ে অভিযান চালিয়ে থাকি। তাছাড়া আমাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে থেকে বাৎসারিক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার পরিকল্পনা দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে মেহেরপুরে চলতি বছরে নির্ধারিত ৫০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কথা থাকলেও জেলাতে ইতোমধ্যে ৪৯ টি আদালত পরিচালনা করা হয়ে গেছে। তবে দু একদিনের মধ্যেই জেলাতে মোবাইল কোর্ট করা হবে হেতে পারে। তবে তিনি বলেছেন, ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার দর্শনাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে ২ হাজার লিটার তেল জব্দ করে। পরে ওই অসাধু ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয় এবং জব্দকৃত তেল নির্ধারিত মুল্যে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এছাড়া আলমডাঙ্গাতে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ১ শ লিটার সয়াবিন জব্দ করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর বড় বাজারের একজন খুচরা ও পাইকার মুদি ব্যবসায়ী জানান, বাজারে বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে

বিভিন্ন দোকানের গুদামে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন তেল মজুত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের নজরদারী না থাকায় ক্রেতারা অধিক দামে তেল কিনতে হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা শহরের বজলুর রহমান নামের এক খুচরা ব্যবসায়ী বলেন, ঈদের দুই তিন দিন আগ থেকেই সয়াবিন তেল চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছি না। প্রতিদিন আমার দোকানে কমপক্ষে ২০০/৩০০ লিটার সয়াবিন বিক্রি হয়। ডিলারদের কাছে তেল এলেও তাঁরা চুপিচুপি বেশি দামে বিক্রি করে দেন।”

মেহেরপুর শহরের নাজমুল হোসেন ও আরাফাত হোসেন নামের ক্রেতা জানান, “মেহেরপুর বড় বাজারের কোনো দোকানে কিছুদিন যাবৎ বোতলজাত সয়াবিন তেল পাইনি। ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় বোতলজাত তেল খুলে বোতল ফেলে দিয়ে লুজ তেল কিনলাম।

জানা গেছে, গত ২০ মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লিটারপ্রতি বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে। তখন পাঁচ লিটার বোতলের দাম নির্ধারণ করা হয় ৭৬০ টাকা।

তবে বাজারে খোলা তেল ও পাম তেল না থাকার কথা জানিয়ে বিক্রেতারা বলেন, এখনও সংকট কাটেনি খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের। আর বিক্রি হলেও তা সরকারের নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

খোলা সয়াবিন না বিক্রি করার বিষয়ে একজন তেল বিক্রেতা বলেন, সরকার খোলা তেলের যে দাম নির্ধারণ করেছে, তা থেকে অনেক বেশি দামে কিনে আনতে হয়। এ জন্য আমরা খোলা তেল আনছি না।

এদিকে বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেলের উচ্চমূল্যের কারণে ভোক্তাদের নাভিশ্বাস অবস্থা। উচ্চদামে নাজেহাল ক্রেতারা বলেন, এ তো অসহনীয় দাম। আমরা তো তেল কেনা নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকি যে কীভাবে কিনব। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য এ দাম অনেক বেশি।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, মেহেরপুর জেলায় রয়েছে ছোট ছোট বাজার। এখানে ব্যবসায়ীরা মজুদ গড়ে তুললে আমরা খবর পাবো। তবে, ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারী করা হচ্ছে সব সময়। এছাড়া বাজার মনিটারিং করা হচ্ছে নিয়মিত।

# [redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

কাঁঠালে নানান পুষ্টিগুনে পুরোপুরি ভরপুর। কাঁঠালের কোয়াতে থাকে আইশ। ৪/৫ কোয়াতেই এক শ কিলো ক্যালারী খাদ্য শক্তি পাওয়া যায়। কাঁঠালের হলুদ রঙের কোষ হচ্ছে ভিটামিন “এ” সমৃদ্ধ। ২/৩ কোয়া কাঁঠাল আমাদের এক দিনের ভিটামিন “এ” এর চাহিদা পুরুণ করে।

গাংনীর পিরতলা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেনসিডিল উদ্ধার

পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক পাচারের কো ব্যবহৃত অটো বাইক উদ্ধার করেছে ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার পিরতলা বটতলা বাজার এলাকা থেকে ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়। ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জহির জানান, ফেনসিডিল পাঁচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বস্তায় করে ভাঙ্গারি বহনকারী একটি অটো ভ্যান গতিরোধ করা হয়।

এসময় চালক তার ভ্যান ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ভাঙ্গারির বস্তা তল্লাশি করে তার মধ্য থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে।

নবম বারের মত শ্রেষ্ট পুলিশ অফিসার হলেন ডিবি’র এসআই অজয় কুন্ডু

মাদকদ্রব্য উদ্ধারে একের পর এক সফলতা দেখিয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ বিভাগে শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশ অফিসার হিসাবে ৯ম বারের মত